দ্বিতীয় শ্রেণির মূল্যায়ন বিষয়ে
শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : সামাজিক বিজ্ঞান

শ্রেণি: দ্বিতীয়

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৪

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কার্যক্রম। আর মূল্যায়ন শিক্ষাক্রমের একটি অপরিহার্য ও অবিচ্ছিন্ন অংশ। বর্তমানে পরিবর্তিত শিক্ষার পরিবেশে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মুল্যায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। আধুনিক মানুষের চাহিদা পূরণে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন আসছে এবং আবশ্যকীয়ভাবে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার্থী মূল্যায়নেরও রূপান্তর ঘটছে। এনসিটিবি "জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১" এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম (প্রাথমিক স্তর) প্রণয়ন করেছে। "জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১" অনুযায়ী সকল ধরনের শিখন মূল্যায়নের ভিত্তি হবে যোগ্যতা। এই মূল্যায়ন ব্যবস্থায় প্রচলিত মুখস্থনির্ভর পরীক্ষা পদ্ধতি থেকে সরে এসে বহুমাত্রিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা পরিমাপ করা হয়। এক্ষেত্রে যোগ্যতার মূল উপাদানসমূহ- জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবাধ ও দৃষ্টিভঙ্গির পৃথকভাবে মূল্যায়ন না করে এদের মিথষ্ক্রিয়ায় অর্জিত সক্ষমতা অর্থাৎ যোগ্যতাকে মূল্যায়ন করা হয়। নতুন এই মূল্যায়ন ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পরিমাপ ও শিখন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শ্রেণিভিত্তিক অর্জনউপযোগী যোগ্যতা পরিমাপের জন্য কতগুলো পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য পারদর্শিতার নির্দেশক (Performance Indicator-PI) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার নির্দেশকের তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকায় প্রতি অধ্যায়/যোগ্যতা শেষে পারদর্শিতার নির্দেশকের একটি ছক প্রদান করা হয়েছে, যাতে শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীদের শিখনকালীন মূল্যায়ন করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিতে পারেন।

১ম থেকে ৩য় শ্রেণির ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা থেকে পারদর্শিতার নির্দেশক প্রণয়নের ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বেশ কয়েকটি কর্মশালার মাধ্যমে পারদর্শিতার নির্দেশক প্রণয়ন, এর যৌক্তিক মূল্যায়ন ও উপযোগিতা যাচাই করা হয়। কর্মশালাগুলোতে তথ্যজ্ঞ হিসাবে বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজন যেমন- বিষয়-বিশেষজ্ঞ, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং শ্রেণিশিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

এই মূল্যায়ন নির্দেশিকাটি এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে শিক্ষকগণ নির্দেশিকাটি পড়ে খুব সহজেই কাগজে-কলমে (ম্যানুয়ালি) অথবা কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়ন করতে পারেন। মূল্যায়ন কার্যক্রমকে অধিকতর সহজ করার জন্য একটি প্রোগ্রামভিত্তিক এক্সেল ফাইল তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে শিক্ষকবৃন্দ খুব সহজেই শিক্ষার্থী মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ করতে পারবেন এবং শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বর্ণনামূলক সনদ বা রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারবেন। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সহজভাবে পরিচালনা করার জন্য কয়েকটি ইনস্ট্রাকশনাল ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। শ্রেণিশিক্ষকবৃন্দ উল্লিখিত উপকরণসমূহ ব্যবহার করে খুব সহজেই শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়ন করতে পারবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

শিখনকালীন মূল্যায়ন পদ্ধতি অধিকতর শিক্ষক-শিক্ষার্থী-বান্ধব করার জন্য এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। মূল্যায়ন নির্দেশিকা প্রণয়ন, প্রোগ্রামভিত্তিক এক্সেল ফাইল তৈরি, ইনস্ট্রাকশনাল ভিডিও তৈরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এটি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে যৌক্তিক মতামত/পরামর্শ মূল্যায়ন নির্দেশিকাটির পরিমার্জন ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

সূচিপত্র

ভূমিকা ১

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় শ্রেণির শিখনকালীন মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয় ২

ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন ২

খ) শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে করণীয় ২

গ) মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি (Inclusion)বিষয়ক নির্দেশনা ২

পরিশিষ্ট-১ ..... ৪

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) ৪

পরিশিষ্ট ২ ..... ৭

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার রেকর্ড সংরক্ষণ ৭

পরিশিষ্ট ৩ ..... ১১

মূল্যায়ন শেষে রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ ১১

পরিশিষ্ট ৪ ..... ১৬

রিপোর্ট কার্ডের নমুনা ১৬

পরিশিষ্ট ৫ ..... ২১

প্রোগ্রামভিত্তিক এক্সেল ফাইল ব্যবহার করে রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুতকরণ ২১

ভূমিকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ অনুসারে সকল ধরণের শিখন মূল্যায়নের ভিত্তি হলো যোগ্যতা। কাজেই ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে যোগ্যতা পরিমাপ করার লক্ষ্যে মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানে যা শিখছে তা বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করে তাদের পারদর্শিতা প্রদর্শন করবে। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের এই পারদর্শিতাই মূল্যায়ন করবেন। এ নির্দেশিকায় শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা মূল্যায়নের পদ্ধতি ধাপে ধাপে বর্ণিত হয়েছে।

মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ যেসকল বিষয় বিবেচনায় নিবেন-

১. বিষয়গত জ্ঞান মুখস্থ করে মনে রাখা নয় বরং অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ বাস্তব জীবনে প্রয়োগের যোগ্যতা অর্জনই শিক্ষার্থীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই শিক্ষার্থীরা কী মাত্রায় এ যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে তার ভিত্তিতেই তাকে মূল্যায়ন করা হবে।

২. নম্বরভিত্তিক ফলাফলের পরিবর্তে যোগ্যতা মূল্যায়নের ফলাফল হিসেবে শিক্ষার্থীরা কী পারছে তার বর্ণনা থাকবে।

৩. শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাকে বিবেচনায় রেখে অধ্যায়গুলোতে বিভিন্ন কাজ রাখা হয়েছে। এ সকল কাজ চলাকালীন শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ (সামগ্রিক আচরণ) পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং সংগৃহীত তথ্যের আলোকে সাধারণভাবে প্রতি অধ্যায় শেষে অথবা প্রয়োজনভেদে শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর অর্জনোপযোগী যোগ্যতা অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করবেন।

৪. শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো বিনামূল্যের, স্বল্পমূল্যের অথবা পুনঃব্যবহারযোগ্য (রিসাইকেল) উপাদান দিয়ে তৈরি/সংগ্রহের বিষয়ে সচেষ্ট হবেন এবং শিক্ষার্থীদেরও এ বিষয়ে উৎসাহিত করবেন। উপকরণের ব্যয়ভার শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

৫. মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে শিখনকালীন। শিক্ষক বছরে দুইবার (ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক) শিক্ষার্থীর অগ্রগতি রিপোর্ট প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীর পুরো বছরের রেকর্ড বিবেচনায় নিয়ে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হবে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় শ্রেণির শিখনকালীন মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীরা কোনো শিখন যোগ্যতা অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিটি অর্জনোপযোগী যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক পারদর্শিতার নির্দেশক (Performance Indicator, PI) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার নির্দেশকের আবার তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে এই নির্দেশকে তার অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করবেন। দ্বিতীয় শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ এবং তাদের তিনটি মাত্রা পরিশিষ্ট-১ এ দেওয়া আছে। প্রতিটি পারদর্শিতার নির্দেশকের তিনটি মাত্রাকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে **'ভালো'**(Good) , **'খুব ভালো'**(Good Very) , **'উত্তম'**(Excellent) শব্দ দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। পারদর্শিতার নির্দেশকের অর্জিত মাত্রার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের মাত্রা নির্ধারিত হবে।

ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন

- ✓ এই মূল্যায়ন শিখন কার্যক্রম চলাকালে পরিচালিত হবে।
- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি অধ্যায় শেষে প্রদত্ত অর্জনোপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI (পরিশিষ্ট-১ দেখুন) ব্যবহার করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখনকালীন মূল্যায়ন রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীদের তথ্য ইনপুট দেওয়ার সুবিধার্থে পরিশিষ্ট-২ এ একটি ফাঁকা ছক দেওয়া আছে। এই ফাঁকা ছকে নির্দিষ্ট অধ্যায়/পাঠের নাম ও প্রযোজ্য PI নম্বর লিখে ধারাবাহিকভাবে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে।
- ✓ শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট PI এর জন্য প্রদত্ত তিনটি মাত্রা থেকে প্রযোজ্য মাত্রাটি নির্ধারণ করে **'ভালো', 'খুব ভালো'**, অথবা **'উত্তম'** [Good, Very Good or Excellent সংক্ষেপে G, V, E] এর মধ্যে প্রযোজ্যটিতে টিক চিহ্ন দিবেন। এখানে 'Good'/'ভালো' দ্বারা 'Beginner'/'প্রারম্ভিক' স্তর, 'Very Good'/'খুব ভালো' দ্বারা 'Intermediate'/'মধ্যবর্তী' স্তর এবং 'Excellent'/'অতি উত্তম' দ্বারা 'Expert'/'পারদর্শী' স্তর বুঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীর অর্জনোপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়নের রেকর্ড হার্ডকপি/সফটকপিতে সংরক্ষণ করতে হবে। এবিষয়ে পরিশিষ্ট-২ এ বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।
- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক যেসকল প্রমাণক (পাঠ্যপুস্তক, কর্মপত্র, ছবি, প্রজেক্ট, এসাইনমেন্ট ইত্যাদি) এর সাহায্যে পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করেছেন সেগুলো শিক্ষাবর্ষের শেষ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।

খ) শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে করণীয়

- ✓ যেহেতু দ্বিতীয় শ্রেণিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন করা হবে, তাই যদি কোনো শিক্ষার্থী শিখন কার্যক্রম চলাকালীন আংশিক সময় বা পুরোটা সময় বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে তাহলে ঐ শিক্ষার্থীকে ঐ যোগ্যতাটি অর্জন করানোর জন্য প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ) মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি (Inclusion)বিষয়ক নির্দেশনা

- ✓ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেন্ডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্র্য রক্ষার পরিপন্থী কোনো কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন- নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র্য ও জেন্ডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে

কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সকলকে বিভিন্নভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোনো শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। একইভাবে, কোনো শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত ভাবে ব্যবহৃত মৌখিক বা লিখিত ভাব প্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হয়, তবে সেও পছন্দমত উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

- ✓ অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিশেষ কোনো শিখন চাহিদা থাকলে শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরণের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
- ✓ করতে হবে।

পরিশিষ্ট-১

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI)

বিষয় : সামাজিক বিজ্ঞান শ্রেণি-দ্বিতীয়

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	PI No.	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			পাঠ্যবই এর অধ্যায় ও শিরোনাম
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম	
১.১ চেনা-জানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখা।	**(PI-০১)**	০৬.০২.০১.০১ চেনা-জানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরিবেশ সংরক্ষণে যত্নশীল হতে পেরেছে।	চেনা-জানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদানসমূহ প্রকাশ করতে পেরেছে।	চেনা-জানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পেরেছে।	চেনা-জানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সংরক্ষণে যত্নশীল হয়েছে।	**অধ্যায়-প্রথম** প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ
২.১ প্রতিবেশী সম্পর্কে জেনে তাদেরকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা করা।	**(PI-০২)**	০৬.০২.০২.০১ প্রতিবেশী সম্পর্কে জেনে তাদেরকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সহিত সহযোগিতা করতে পেরেছে।	প্রতিবেশী সম্পর্কে ধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে।	নিজ জীবনে প্রতিবেশীর গুরুত্ব প্রকাশ করতে পেরেছে।	প্রতিবেশীর সাথে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করে দেখাতে পেরেছে।	**অধ্যায়-তৃতীয়** আমি ও আমার প্রতিবেশী
২.২ পরিবার ও বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়ের সমতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরস্পরকে সহযোগিতা করা।	**(PI-০৩)**	০৬.০২.০২.০২ পরিবার ও বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়ের সমতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পেরেছে।	ছেলে-মেয়ে বৈষম্যের সাধারণ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করেছে।	পরিবার ও বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের সমতার ক্ষেত্রগুলো প্রকাশ করতে পেরেছে।	পরিবার ও বিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ডে ছেলে-মেয়ে সমভাবে অংশগ্রহণ করেছে।	**অধ্যায়-চতুর্থ** ছেলে-মেয়ের সমতা
৩.১ স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার অবদান জেনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।	**(PI-০৪)**	০৬.০২.০৩.০১ স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার অবদান জেনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পেরেছে।	বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার নেতৃত্ব ও ত্যাগ সম্পর্কে প্রকাশ করতে পেরেছে।	বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার নেতৃত্ব ও ত্যাগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রকাশ করতে পেরেছে।	বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার নেতৃত্ব ও ত্যাগ অনুধাবন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে।	**অধ্যায়-ষষ্ঠ** স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধু
৩.২ জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় প্রতীক, জাতীয় কবি ও জাতীয় দিবসসমূহ) সম্পর্কে জেনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।	**(PI-০৫)**	০৬.০২.০৩.০২ জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় প্রতীক, জাতীয় কবি ও জাতীয় দিবসসমূহ) সম্পর্কে জেনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।	জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় প্রতীক, জাতীয় কবি ও জাতীয় দিবসসমূহ) সম্পর্কে প্রকাশ করতে পেরেছে।	জাতীয় জীবনে এ সকল (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় প্রতীক, জাতীয় কবি ও জাতীয় দিবসসমূহ) উপাদানের গুরুত্ব প্রকাশ করতে পেরেছে।	জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় প্রতীক, জাতীয় কবি ও জাতীয় দিবসসমূহ) সম্পর্কিত কার্যক্রমে আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ	**অধ্যায়-সপ্তম** জাতীয় পরিচয়ের উপাদানসমূহ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	PI No.	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			পাঠ্যবই এর অধ্যায় ও শিরোনাম
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম	
					করেছে।	
৩.৩ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে পোশাক ও খাবার সম্পর্কে জেনে এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।	**(PI-০৬)**	০৬.০২.০৩.০৩ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে পোশাক ও খাবার সম্পর্কে জেনে এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পেরেছে।	বাংলাদেশের নানা রকমের পোশাক/খাবার চিহ্নিত করতে পেরেছে।	বাংলাদেশের নানা রকমের পোশাক ও খাবারের ধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে।	বিভিন্ন শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের (খাবার ও পোশাক) প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে।	**অধ্যায়-অষ্টম** বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
৪.১ নিজ দেশ ও প্রতিবেশী দেশসমুহের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।	**(PI-০৭)**	০৬.০২.০৪.০১ নিজ দেশ ও প্রতিবেশী দেশসমুহের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পেরেছে।	প্রতিবেশী দেশ সম্পর্কে প্রকাশ করতে পেরেছে।	প্রতিবেশী দেশের খাবার/পোশাক/উৎসব সম্পর্কে ধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে।	শ্রেণি কার্যক্রমের প্রতিবেশী দেশের খাবার, পোশাক ও উৎসব এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পেরেছে।	**অধ্যায়-নবম** প্রতিবেশী দেশসমূহের সংস্কৃতি
৫.১ পরিবারকে ভালোবেসে পরিবারের প্রতি নিজ কর্তব্য পালন করা।	**(PI-০৮)**	০৬.০২.০৫.০১ স্বতস্ফূর্তভাবে পরিবারের প্রতি নিজ কর্তব্য পালন করতে পেরেছে।	পরিবারে নিজের কাজ সম্পর্কে ধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে।	পরিবারের প্রতি নিজের কতব সম্পর্কে ধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে।	পরিবারের বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে।	**অধ্যায়-দশম** আমার পরিবারে আমি
৫.২ শিশুর নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা।	**(PI-০৯)**	০৬.০২.০৫.০২ শিশুর নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পেরেছে।	নিজের নিরাপত্তা ঝুঁকির ধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে।	নিজের নিরাপত্তা ঝুঁকি চিহ্নিত করতে পেরেছে।	ঝুঁকি থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখায় উপায় প্রকাশ করতে পেরেছে।	**অধ্যায়-একাদশ** আমার সুরক্ষা
৫.৩ বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষের পরিছন্নতা রক্ষায় সচেতন হয়ে নিজ ভূমিকা পালন করতে পারা।	**(PI-১০)**	০৬.০২.০৫.০৩ স্বতস্ফূর্তভাবে বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষের পরিছন্নতা রক্ষা করতে পেরেছে।	বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষের পরিছন্নতার ধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে।	বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষের পরিছন্নতায় করণীয় প্রকাশ করতে পেরেছে।	পরিছন্নতা কাজে অংশগ্রহণ করে বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষ পরিচ্ছন্ন রাখতে পেরেছে।	**অধ্যায়-চতুর্দশ** পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় করণীয়
৫.৪ সড়ক চলাচলের নিয়মকানুন জেনে নিরাপদে সড়ক চলাচল করা।	**(PI-১১)**	০৬.০২.০৫.০৪ সড়ক চলাচলের নিয়মকানুন জেনে নিরাপদে সড়ক চলাচল করতে পেরেছে।	নিরাপদ সড়ক চলাচলের নিয়ম প্রকাশ করতে পেরেছে।	শ্রেণি কার্যক্রমে সড়কে নিরাপদে হাঁটতে পেরেছে।	শ্রেণি কার্যক্রমে সড়কে নিরাপদে হাঁটতে ও রাস্তা পার হতে পেরেছে।	**অধ্যায়-পঞ্চদশ** নিরাপদে সড়ক চলাচল
৬.১ ব্যক্তিগত জীবনে সকলের সাথে সদাচার প্রদর্শন করা।	**(PI-১২)**	০৬.০২.০৬.০১ ব্যক্তিগত জীবনে সকলের সাথে সদাচার প্রদর্শন করতে পেরেছে।	সদাচারের ধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে।	পারিপার্শ্বিক সকলের সাথে সদাচার প্রদর্শনের উপায় প্রকাশ করতে পেরেছে।	শ্রেণি কার্যক্রমে পারিপার্শ্বিক সকলের সাথে সদাচার প্রদর্শন করতে পেরেছে।	**অধ্যায়-ষোড়শ** সদাচার
৭.১ কৌতুহলী হয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র পাঠ করা।	**(PI-১৩)**	০৬.০২.০৭.০১ বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র পাঠ করতে	বাংলাদেশের রাজধানী ও বিভাগগুলোর নাম প্রকাশ করতে	বাংলাদেশের মানচিত্রে রাজধানী ও বিভাগগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করতে	কৌতুহলী হয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র পাঠ	**অধ্যায়-সপ্তদশ** বাংলাদেশের মানচিত্র

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	PI No.	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			পাঠ্যবই এর অধ্যায় ও শিরোনাম
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম	
		পেরেছে।	পেরেছে।	পেরেছে।	করতে পেরেছে।	
৯.১ সম্পদের ব্যবহার জেনে সাশ্রয়ী ব্যবহার করা।	**(PI-১৪)**	০৬.০২.০৯.০১ সম্পদের ব্যবহার জেনে সাশ্রয়ী ব্যবহার করতে পেরেছে।	ব্যক্তিগত জীবনে সম্পদের ব্যবহারের ধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে।	পরিবারের দৈনন্দিন কাজে সম্পদের ব্যবহার প্রকাশ করতে পেরেছে।	সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার করতে পেরেছে।	**অধ্যায়-উনবিংশ** প্রাকৃতিক সম্পদ
১০.১ জরুরি পরিস্থিতিতে (অগ্নিকান্ড ও পানিতে পড়া) নিজেকে এবং অন্যদেরকে রক্ষা করা।	**(PI-১৫)**	০৬.০২.১০.০১ জরুরি পরিস্থিতিতে (অগ্নিকান্ড ও পানিতে পড়া) নিজেকে এবং অন্যদেরকে রক্ষা করতে পেরেছে।	জরুরী পরিস্থিতিতে নিজেকে রক্ষায় করণীয় প্রকাশ করতে পেরেছে।	জরুরী পরিস্থিতিতে নিজেকে ও অন্যকে রক্ষায় করণীয় প্রকাশ করতে পেরেছে।	শ্রেণি কার্যক্রমে জরুরী পরিস্থিতিতে নিজেকে ও অন্যদেরকে রক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।	**অধ্যায়-দ্বাবিংশ** জরুরী পরিস্থিতিতে করণীয়

পরিশিষ্ট ২

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার রেকর্ড সংরক্ষণ

দ্বিতীয় শ্রেণির অর্জনোপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক কোনো অভিজ্ঞতা শেষে কোন পারদর্শিতার নির্দেশকে ইনপুট দেবেন তা শিক্ষক সহায়িকার প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে দেওয়া আছে। নির্দিষ্ট অর্জনোপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যে পারদর্শিতা দেখে শিক্ষক তার অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন তা সংশ্লিষ্ট ছকে দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নের পর কীভাবে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হয় তার একটি নমুনা ছক নিচে সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার উপাত্ত সংগ্রহের জন্য একটি খালি ছকও পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় খালি ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে সেখানে শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবেন।

উদাহরণ

দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত ১ম অধ্যায় “প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ” শেষে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা মূল্যায়নের সুবিধার্থে একটি শিখনকালীন মূল্যায়ন ছক দেয়া হয়েছে যেখানে একটি পারদর্শিতার নির্দেশক নির্বাচন করা হয়েছে, তা হলো ০৬.০২.০১.০১ (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১ দেখুন)। শিক্ষক ছকটি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মাত্রা মূল্যায়ন করবেন। নিচে নমুনা হিসেবে কয়েকজন শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা কীভাবে রেকর্ড করবেন তা দেখানো হয়েছে।

শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার রেকর্ড সংগ্রহের ছক

প্রতিষ্ঠানের নাম :	ফুলকুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		তারিখ: ...../...../.....
অধ্যায়: প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ	শ্রেণি : দ্বিতীয়	বিষয় : সামাজিক বিজ্ঞান	শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর আরিশা আফরিন ... ...

		প্রযোজ্য পারদর্শিতার নির্দেশক (PI) নম্বর									
রোল নং	নাম	০৬.০২.০১.০১									
০১	তনিমা চৌধুরী	G √V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
০২	মারুফ আহমেদ	√G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
০৩	অমিত কুন্ডু	G √V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
০৪	নিলুফার ইয়াসমিন	√G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
০৫	রুনু সরকার	G √V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
০৬	অর্ণব রোজারিও	√G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E

বি.দ্র. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের প্রথম অধ্যায় “প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ ” এ মূল্যায়নের জন্য একটি পারদর্শিতার নির্দেশক আছে, তাই এখানে একটি PI নম্বর লিখে মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং বাকি ঘরগুলো ফাঁকা আছে। বিষয় ও অধ্যায় ভেদে PI সংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে, সেক্ষেত্রে শিক্ষকগণ নিজের মতো করে ছক প্রস্তুত করে মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার রেকর্ড সংগ্রহের ছক

প্রতিষ্ঠানের নাম :			শিক্ষকের নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ
অধ্যায় :	শ্রেণি: ...	বিষয়: ...	

		প্রযোজ্য PI নং									
রোল নং	শিক্ষার্থীর নাম										
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E

		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E
		G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E	G V E

পরিশিষ্ট ৩

মূল্যায়ন শেষে রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ প্রস্তুতকরণ

শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে হবে। এই রিপোর্ট কার্ডে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এক নজরে সকল বিষয়ে একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া থাকবে। এই রিপোর্ট কার্ড থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার অবস্থান বুঝতে পারবেন। রিপোর্ট কার্ডটি শিক্ষকগণ কীভাবে নিজেই প্রস্তুত করবেন, তা ধাপে ধাপে নিচে বর্ণনা করা হয়েছে। রিপোর্ট কার্ডটির একটি নমুনা ফরম্যাট পরিশিষ্ট ৪ এ সংযুক্ত করা আছে। এছাড়াও একটি মূল্যায়ন অ্যাপ ব্যবহার করে সহজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীদের রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করা যাবে। অ্যাপ ব্যবহার করে কীভাবে রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করা যায় তার নির্দেশনা পরিশিষ্ট-৫ এ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করা সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ নিচে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করে এবং নমুনা ফরম্যাট (পরিশিষ্ট ৪) ব্যবহার করে নিজ হাতে (ম্যানুয়ালি) রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের অর্জনোপযোগী যোগ্যতাগুলিকে এক/একাধিক পারদর্শিতার নির্দেশকে বিভক্ত করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ১)। আবার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অর্জনোপযোগী যোগ্যতা ও পারদর্শিতার নির্দেশকগুলোকে গুচ্ছ করে কয়েকটি পারদর্শিতার ক্ষেত্র (Performance Strand)-এ বিভক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না, বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রের (Strand) মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।]
দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বর্ণিত ১৫ টি অর্জনোপযোগী যোগ্যতার আলোকে ১৫ টি পারদর্শিতার নির্দেশক প্রস্তুত করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-১)। এদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পারদর্শিতার নির্দেশকগুলোকে নিয়ে ০৫ টি পারদর্শিতার ক্ষেত্র (Performance Strand) চিহ্নিত করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

০১. আত্মপরিচয়
০২. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
০৩. প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো
০৪. সম্পদ ব্যবস্থাপনা
০৫. পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, “আত্মপরিচয়” পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্জনোপযোগী যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	দ্বিতীয় শ্রেণির সংশ্লিষ্ট অর্জনোপযোগী একক যোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
আত্মপরিচয়	৩.১ স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার অবদান জেনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।	স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার অবদান জেনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পেরেছে। ০৬.০২.০৩.০১ **(PI-০৪)**
	৩.২ জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় প্রতীক, জাতীয় কবি ও জাতীয় দিবসসমূহ) সম্পর্কে জেনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।	জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় প্রতীক, জাতীয় কবি ও জাতীয় দিবসসমূহ) সম্পর্কে জেনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। ০৬.০২.০৩.০২**(PI-০৫)**
	৩.৩ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে পোশাক ও খাবার সম্পর্কে জেনে এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।	বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে পোশাক ও খাবার সম্পর্কে জেনে এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পেরেছে। ০৬.০২.০৩.০৩ **(PI-০৬)**
	৪.১ নিজ দেশ ও প্রতিবেশী দেশসমুহের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।	নিজ দেশ ও প্রতিবেশী দেশসমুহের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পেরেছে। ০৬.০২.০৪.০১ **(PI-০৭)**
	৫.১ পরিবারকে ভালোবেসে পরিবারের প্রতি নিজ কর্তব্য পালন করা।	স্বতস্ফূর্তভাবে পরিবারের প্রতি নিজ কর্তব্য পালন করতে পেরেছে। ০৬.০২.০৫.০১ **(PI-০৮)**
	৭.১ কৌতুহলী হয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র পাঠ করা।	বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র পাঠ করতে পেরেছে। ০৬.০২.০৭.০১ **(PI-১৩)**

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা	সংশ্লিষ্ট PI কোড	PI নম্বর
০১. আত্মপরচিয়	বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে	06.02.03.01	PI- 04
		06.02.03.02	PI- 05
		06.02.03.03	PI- 06
		06.02.04.01	PI- 07
		06.02.05.01	PI- 08
		06.02.07.01	PI- 13
০২. মুক্তযিুদ্ধরে চতেনা	বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে	06.02.03.01	PI- 04
		06.02.03.02	PI- 05
০৩. প্রাকৃতকি ও সামাজকি কাঠামো	বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে	06.02.01.01	PI- 01
		06.02.02.01	PI- 02
		06.02.02.02	PI- 03
		06.02.03.03	PI- 04
		06.02.04.01	PI- 07
		06.02.05.01	PI- 08
		06.02.06.01	PI- 12

		06.02.07.01	PI- 13
০৪. সম্পদ ব্যবস্থাপনা	সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে	06.02.05.03	PI- 10
		06.02.09.01	PI- 14
০৫.পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা	সময় ও ভৌগলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের বিভিন্ন উপাদান ও কাঠামোর পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে	06.02.05.02	PI- 09
		06.02.05.04	PI- 11
		06.02.06.01	PI- 12
		06.02.10.01	PI- 15

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বিপরীতে-শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এজন্য এই অবস্থানকে ৭ ধাপের একটি মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

মুল্যায়ন স্কেলে পারদর্শিতার ধাপগুলো নিম্নরূপ:

- অনন্য (Upgrading)
- অর্জনমুখী (Achieving)
- অগ্রগামী (Advancing)
- সক্রিয় (Activating)
- অনুসন্ধানী (Exploring)
- বিকাশমান (Developing)
- প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ ধাপের মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

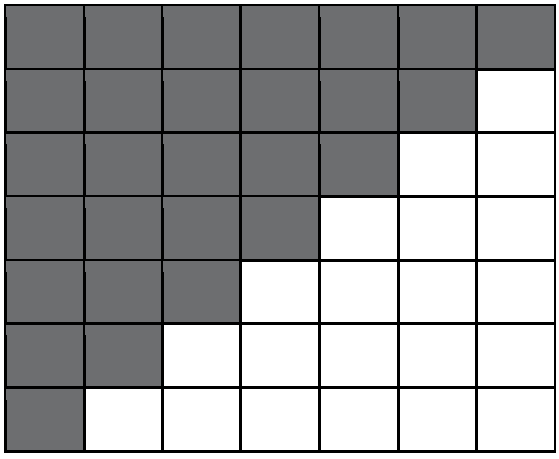

অনন্য (Upgrading)

অর্জনমুখী (Achieving)

অগ্রগামী (Advancing)

সক্রিয় (Activating)

অনুসন্ধানী (Exploring)

বিকাশমান (Developing)

প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার ধাপ নির্ধারণের উপায়

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (**"E"** চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (**"G"**চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

এই কাজটি করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} \times ১০০$$

উদাহরণস্বরূপ, 'আত্মপরচিয় শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ৬ টি (06.02.03.01 , 06.02.03.02, 06.02.03.03, 06.02.04.01, 06.02.05.01, 06.02.07.01) । কোনো শিক্ষার্থী এই ৬টি PI এর মধ্যে ৩টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (**"E"** চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। বাকি দুইটিতে সর্বনিম্ন (**"G"** চিহ্নিত পর্যায়) এবং আরেকটিতে মধ্যবর্তী পর্যায় (**"V"** চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	৬টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	৩টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান} = \frac{৩ - ২}{৬} \times ১০০ = ১৬.৬৬\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর অবস্থান পারদর্শিতার কোন ধাপে।

পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

লক্ষ্যণীয় যে,

- পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (**"E"** চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (**"G"** চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (**"E"** চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (**"G"** চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (**"E"** চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (**"G"** চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (**"V"** চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

নিচের ছকে পারদর্শিতার সবগুলো ধাপ নির্ধারণের শর্তগুলো দেওয়া হলো:

পারদর্শিতার ধাপ	পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত
অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান = ১০০%
অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান ≥ ০%
অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান ≥ − ২৫%
বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান ≥ − ৫০%
প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান ≥ − ১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার ধাপ নির্ণায়ক মান ১৬.৬৬% হলে ওই শিক্ষার্থীর অবস্থান হবে 'সক্রিয় (Activating)'। রিপোর্ট কার্ড বা সনদে, 'আত্মপরিচয়' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে নিম্নরূপে:

আত্মপরিচয়						
বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে						

একইভাবে অন্যান্য পারদর্শীতার ক্ষেত্রগুলোতে শিক্ষার্থীল অবস্থান নির্ণয় করতে হবে।

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৪ দ্রষ্টব্য)।

পরিশিষ্ট ৪

রিপোর্ট কার্ডের নমুনা

পারদর্শিতার সনদ (ষাণ্মাসিক / বার্ষিক)

প্রতিষ্ঠানের নাম: .....

শিক্ষার্থীর নাম: ..... রোল নম্বর:

শ্রেণি: ... শাখা: ..... শিক্ষাবর্ষ: **২০২৪**

বাংলা

যোগাযোগ	ভাষারীতি	প্রায়োগিক যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত উপায়ে ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ করেছে	বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পেরেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছে	নিজস্ব পর্যবেক্ষণসহ বর্ণনামূলক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ	মানবিক চিন্তন
জীবন ও পরিপার্শ্বের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে	নিজের মতামত সম্পর্কে অন্যদের সমালোচনা ইতিবাচকভাবে নিয়েছে ও অন্যের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছেস

English

Communication	Linguistic norms	Democratic practice
Communication with relevance to a given context	Contextualises responses using appropriate vocabulary and expressions	Promote democratic atmosphere in communication and participates accordingly

Creative expression
Interprets and connects to a literary text using contextual clues

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান

সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ

সমস্যা সমাধানে সংখ্যা ও পরিমাণের বিভিন্ন ধারণা ব্যবহার করেছে

আকৃতি

জ্যামিতিক আকৃতি যুক্তিসহ চিনতে পেরেছে এবং সেগুলোর প্যাটার্ন উদঘাটন করে অঙ্কন করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক

বিভিন্ন সংখ্যা ও পরিমাণের মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক স্থাপন করে সমস্যা সমাধান করেছে

সম্ভাব্যতা

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে যৌক্তিকভাবে সাজিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ

বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর খুঁজে বের করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন

কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার প্রমান দিয়েছে

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান

ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান

মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা আনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ

ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলেমিশে কল্যাণমূলক কাজ করেছে

বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়

আত্মপরিচয়	মুক্তিযুদ্ধের চেতনা	প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো
বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে	বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে	বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা	পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা
সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে	সময় ও ভৌগলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের বিভিন্ন উপাদান ও কাঠামোর পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা

আত্মবিশ্লেষণ ও ব্যবস্থাপনা	আবেগিক বুদ্ধিমত্তা	সামাজিক বুদ্ধিমত্তা
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে	কাউকে কষ্ট না নিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে	পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে

শিল্পকলা

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর	নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ	যাপিত জীবনে নান্দনিকতা
প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে	শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা উপভোগ করতে পারছে এবং সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে	দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার প্রকাশ করছে

পারদর্শিতার সনদে ৭ ধাপের মুল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হয়েছে নিম্নরূপে:

■■■■■■■	= অনন্য (Upgrading)	উপস্থিতির হার : .... %
■■■■■■□	= অর্জনমুখী (Achieving)	শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য:
■■■■■□□	= অগ্রগামী (Advancing)	....
■■■■□□□	= সক্রিয় (Activating)	....
■■■□□□□	= অনুসন্ধানী (Exploring)	....
■■□□□□□	= বিকাশমান (Developing)	....
■□□□□□□	= প্রারম্ভিক (Elementary)	....

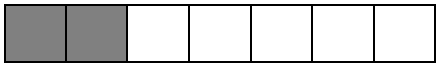

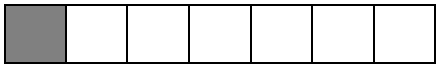

শিক্ষার্থীর মন্তব্য:

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরও উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য:

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ:	তারিখ:	তারিখ:

পরিশিষ্ট ৫

প্রোগ্রামভিত্তিক এক্সেল ফাইল ব্যবহার করে রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুতকরণ

শিক্ষার্থীদের শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করার জন্য একটি প্রোগ্রামভিত্তিক Excel ফাইল প্রস্তুত করা হয়েছে। এই ফাইলের তথ্য সম্পূর্ণ অফলাইন, তাই এর মাধ্যমে অনলাইনে কোনো তথ্য প্রেরণ বা শেয়ার করা সম্ভব হবেনা। বিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষকগণ স্থানীয়ভাবে অফলাইনে শিক্ষার্থীদের শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ এবং রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করার জন্য এই ফাইল ব্যবহার করতে পারবেন।

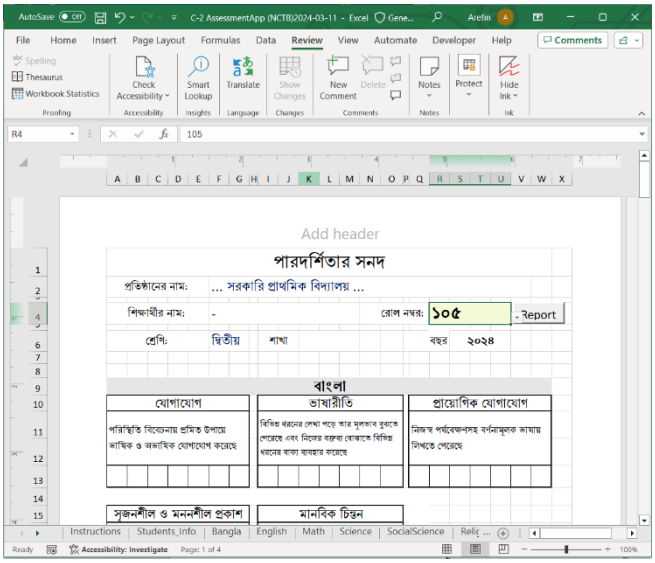

এই ফাইলটির ভেতরে কিছু প্রোগ্রামিং কোড আছে যে কারণে এই ফাইলটি ওপেন করার সময় কিছু সতর্কতামূলক মেসেজ আসবে " :যেমন)Security Risk ..." বা Warning), কিন্তু তাতে বিচলিত না হয়ে প্রয়োজনীয় অনুমতি)permission) প্রদান করলে ফাইলটি ওপেন হবে। কীভাবে অনুমতি দিতে হয় নিচের চিত্রে ধাপে ধাপে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

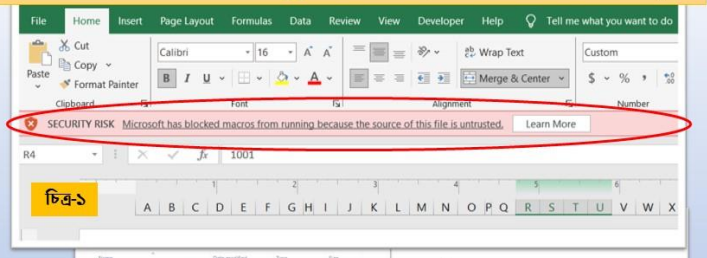

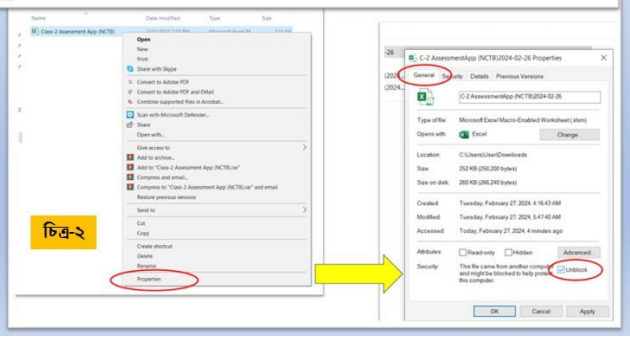

ধাপ-২

ফাইলটি ওপেন হলে উপরে একটি মেসেজ “PROTECTED VIEW) আসতে পারে (চিত্র-৩) ... সেখানে ...Enable Editing... এ ক্লিক করুন। তারপর অবশ্যই ফাইলটি সেভ করবেন (File মেনু→Save)

উপরের কাজটি সম্পন্ন করলে ফাইলটি যাথাযথভাবে কাজ করবে। একবার উপরের ধাপগুলো সম্পন্ন করে ফাইলটি সেভ (File মেনু→Save) করলে সিকিউরিটি রিস্ক মেসেজটি আর দেখাবে না।

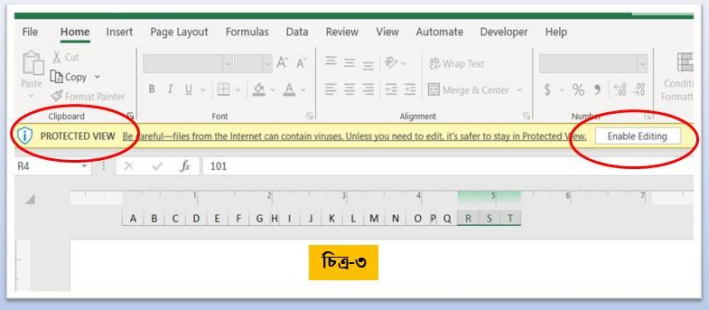

চিত্র-৩

উল্লেখ্য, কিছু কম্পিউটারে SECURITY RISK/WARNING অথবা PROTECTED VIEW মেসেজ নাও আসতে পারে। আবার কিছু কম্পিউটারে SECURITY RISK/WARNING মেসেজটি আসবে না, কিন্তু PROTECTED VIEW মেসেজটি আসতে পারে। সেক্ষেত্রে শুধু ২নং ধাপটি সম্পন্ন করে সেভ দিতে হবে।

ব্যবহার নির্দেশনা

১। এই Excel ফাইলটি শিক্ষার্থীদের অর্জিত পারদর্শিতার রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করার জন্য প্রোগ্রাম করা হয়েছে। এখানে ১১টি Worksheet (পেজআছে (ট্যাব/, সেগুলো হলো :Instructions, Students_Info, Bangla, English, Math, Science, Social Science, Religion, Art Culture, Health এবং Report Card। শিক্ষক প্রতিটি Worksheet-এ ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন।

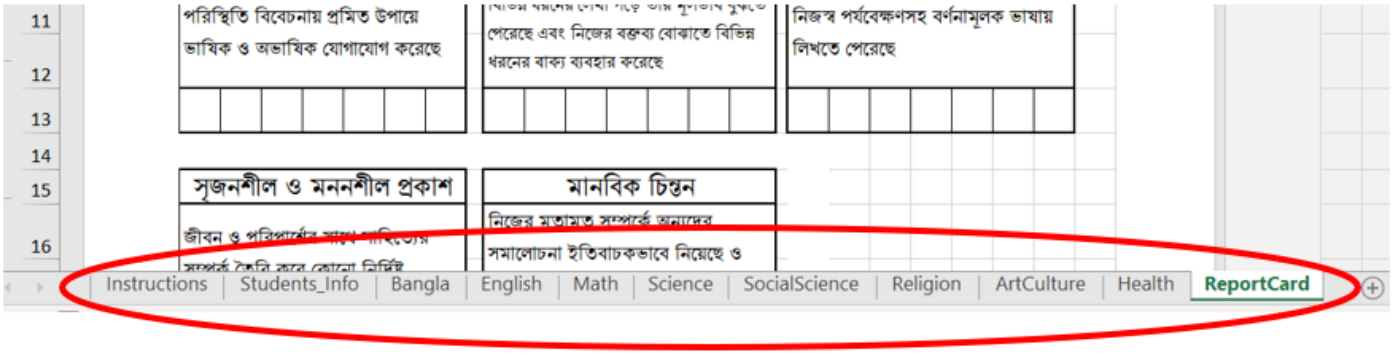

২। প্রথমেই শিক্ষকগণ Instructions পেজনির্দেশনাগুলো করে ক্লিক ট্যাব/ পড়ে নেবেন।

৩। এরপর Students_Info তে ক্লিক করে দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রোল ও নাম লিখে দেবেন । ইউনিকোড বাংলায় রোল ও নাম লিখতে হবে। দ্বিতীয় শ্রেণিতে যদি একাধিক শাখা থাকে, তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন একই রোল একাধিক শাখায় ব্যবহার না হয়। ধরা যাক, একটি বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে দুইটি শাখা আছে :'ক' ও 'খ'। যদি ক ও খ দুই শাখারই শিক্ষার্থীদের রোল ১ থেকে শুরু হয়, তবে সেক্ষেত্রে ক শাখার রোল ১০১ দিয়ে শুরু করা যেতে পারে এবং খ শাখার শিক্ষার্থীদের রোল ২০১ থেকে শুরু হতে পারে। অথবা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের সুবিধামতো রোল নির্ধারণ করতে পারেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, একই রোল যেন একাধিক শিক্ষার্থীর না হয়। যদি শাখা না থাকে তবে বিদ্যালয়ে প্রচলিত রোলযে লক্ষণীয় হবে। লিখতে নম্বর আইডি/, রোল নম্বরে শুধুমাত্র অংক বা সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে, কোনো অক্ষর, চিহ্ন বা টেক্সট লেখা যাবে না। শিক্ষার্থীদের রোল ও নাম লেখা হয়ে গেলে উপরে বিদ্যালয়ের নাম লিখবেন। এরপর ডানপাশে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকগণের নাম লিখবেন। এই নামগুলো পরবর্তী কাজে ব্যবহৃত হবে হবে। লিখতে অবশ্যই তাই ,

৪। Student_Info তে শিক্ষার্থীদের রোল ও নাম এবং শিক্ষকগণের নাম লেখা সম্পন্ন হলে সেই রোল ও নামগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সকল বিষয়ভিত্তিক পৃষ্ঠায়)Worksheet) চলে যাবে। শিক্ষার্থীদের রোল ও নাম লেখা হয়ে গেলে Bangla, English, Math, Science, SocialScience, Religion, ArtCulture, Health প্রতিটি Worksheet-এ ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন

যে শিক্ষার্থীদের রোল ও নাম দেখা যাচ্ছে কিনা। সুতরাং, নির্দিষ্ট শ্রেণির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র Students_Info তে শিক্ষার্থীদের রোল ও নাম একবারই লিখতে হবে। অন্যান্য পেজ/worksheet এ আর লিখতে হবে না।

৫। এরপর শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করার জন্য নির্দিষ্ট পেজ/worksheet এ ক্লিক করে তথ্য প্রদান করতে হবে। যেমন, বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন রেকর্ড করতে Bangla ওয়ার্কশিটে ক্লিক করতে হবে। এরপর শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের নামের পাশে নির্দিষ্ট PI (Performance Indicator) এর বিপরীতে G, V অথবা E ইনপুট দিতে হবে। উল্লেখ্য, G=Good, V=Very Good এবং E=Excellent বুঝায়। এখানে সর্বোচ্চ মান হলো E, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মান হলো V, এবং সর্বনিম্ন মান G.

৬। যদি একটি PI একাধিকবার মূল্যায়ন হয় তবে প্রাপ্ত মাত্রাগুলোর মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ মান বহন করে, সেটিই ইনপুট দিতে হবে। ধরা যাক, বাংলা বিষয়ের যেকোনো একটি PI তিনবার মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং একজন শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন তিনবারে তিনরকম অর্থাৎ যথাক্রমে :G, E, V হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রেকর্ড E ইনপুট করতে হবে। আবার আরেকজন শিক্ষার্থীর তিনবারের মূল্যায়ন হয়েছে যথাক্রমে :G, V, G. এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রেকর্ড V ইনপুট করতে হবে। অন্য আরেকজন শিক্ষার্থীর তিনবারের মূল্যায়ন হয়েছে যথাক্রমে :G, G, G. এক্ষেত্রে রেকর্ড G ইনপুট করতে হবে।

৭। একইভাবে অন্যান্য সকল বিষয়ের)English, Math, Science, SocialScience, Religion, ArtCulture, Health) মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সহায়ক দেখে সম্পন্ন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন রেকর্ড)PI তথ্য এই (Excel ফাইলে সরংক্ষণ করতে হবে।

৮। সকল বিষয়ের PI তথ্য ইনপুট দেয়া হয়ে গেলে ReportCard ওয়ার্কশিট রোল শিক্ষার্থীর একজন ঘরে "নম্বর রোল" করে ক্লিক এ-পেজ/ সিল থেকে স্টলি ডাউন-ড্রপ নম্বর◌েক্ট করে পাশের 'Report' বাটনে ক্লিক করতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঐ শিক্ষার্থীর নামসহ রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত হয়ে যাবে। রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত হয়ে গেলে উপরে File মেনুতে ক্লিক করে সরাসরি প্রিন্ট করা যাবে অথবা রিপোর্ট কার্ড pdf আকারে সংরক্ষণ করা যাবে। রিপোর্ট কার্ডের নির্ধারিত অংশে প্রয়োজনীয় মন্তব্য ও স্বাক্ষর করে তা শিক্ষার্থীর অভিভাবককে দেয়া যেতে পারে।

৯। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য পৃথকভাবে ৮নং ধাপটি সম্পন্ন করতে হবে।

বি.দ্র. এই Excel ফাইল ব্যবহার করে রিপোর্ট কার্ড তৈরির পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়াটি একটি ভিডিও টিউটোরিয়ালে দেখানো হয়েছে যা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)র (http://www.nctb.gov.bd/) ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

(সমাপ্ত)